গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,যুব ভবন
১০৮,মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd.

নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ের ইনোভেটরদের গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন বিষয়ক রিভিউ কর্মশালার কার্যবিবরণী/রিপোর্ট ঃ

স্থান	ঃ	সম্মেলন কক্ষ, যুব ভবন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
তারিখ	ঃ	১১.১০.২০১৫ খ্রিঃ
আয়োজনে	ঃ	ইনোভেশন টিম, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
মুখ্য রিসোর্স পার্সন	ঃ	জনাব আনোয়ারুল করিম, মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
রিসোর্স পার্সন	ঃ	জনাব মোঃ ডঃ শাহ মোহাম্মদ সানাউল হক, পরিচালক, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
	ঃ	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, ডোমেইন স্পেশালিষ্ট, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ।
সঞ্চালক	ঃ	জনাব মোঃ এরশাদ-উর-রশীদ, পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ) ও ইনোভেশন অফিসার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
অংশগ্রহণকারী	ঃ	ক. প্রথম পর্যায়ে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণকারী ২৬জন ইনোভেটর কর্মকর্তা। খ. নতুন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্বাচিত ৮টি উপজেলার ৮জন কর্মকর্তা এবং গ. অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিমের সদস্য ০৬ জন।

কর্মশালায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "ক"তে দেখানো হলো ঃ

কর্মশালায় যোগদানকারী ইনোভেটর কর্মকর্তা, ইনোভেশন টিমের সদস্য, এটুআই এর ডোমেইন স্পেশালিষ্ট এবং মুখ্য রিসোর্স পার্সনকে স্বাগত জানানো এবং পারস্পরিক পরিচিতির মাধ্যমে কার্যক্রমের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রামের আওতায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৮২জন কর্মকর্তাকে এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৬ জন কর্মকর্তা তাদের স্ব-স্ব উপজেলায় সীমিত পরিসরে উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য ৫টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে কাজ করেছেন। এর মধ্যে কিছু উদ্যোগ বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে, কিছু চলমান রয়েছে। অদ্যকার কর্মশালায় ক. বাস্তবায়িত উদ্যোগের মূল্যায়ন ও পরবর্তী করনীয় নির্ধারণ, খ. উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগীতায় ক্ষেত্র নির্ধারণ এবং গ. ৮টি উপজেলায় নতুন উদ্যোগ (বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন) বাস্তবায়ন বিষয়ে ব্রিফিং প্রদানসহ সার্বিক বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। অতঃপর তিনি দিনের কর্যসূচি অনুযায়ী উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মধ্য হতে প্রতি গ্রুপ থেকে একজন করে কর্মকর্তাকে তাদের বাস্তবায়িত উদ্যোগের অগ্রগতি Power Point Presentation প্রদান করতে অনুরোধ জানান।

১। প্রথম গ্রুপ হতে "যুব প্রশিক্ষণ অধিকতর বাস্তব উপযোগী করে আত্মকর্মসংস্থান সৃজন" বিষয়ক উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের কৌশল, অগ্রগতি এবং ফলাফল Power Point Presentation-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ কামরুজ্জামান। এ গ্রুপের অন্যান্য সদস্য ছিলেন খালিশপুর ইউনিট থানা-খুলনা, চিরিরবন্দর-দিনাজপুর, সদর-পটুয়াখালী, নাগেশ্বরী- কুড়িগ্রাম এবং গোলাপগঞ্জ-সিলেট উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা। উপস্থাপন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ উদ্যোগ বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। কর্মশালার মুখ্যরিসোর্স পার্সন মহাপরিচালক মতামত ব্যক্ত করে বলেন যে, তাদের দলের কার্যক্রম প্রশংসার দাবী রাখে তবে উপস্থাপক বেকার যুবদের যে পরিসংখ্যান (২৬%) উল্লেখ করেছেন তার কোন ভিত্তি নাই। এ ধরণের পরিসংখ্যান উল্লেখের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যের উপর নির্ভর করা উচিৎ হবে এটুআই এর রিসোর্স ও ডোমেইন স্পেশালিষ্ট জনাব মোঃ মিজানুর রহমান প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজন এবং চাহিদামাফিক প্রশিক্ষণ ট্রেড নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, উপস্থাপনায় উদ্যোগটি বাস্তবায়নে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে তার উল্লেখ নাই এবং উদ্যোগ বাস্তবায়নে কোন আইনী কাঠামোর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ নাই এবং সুপারিশমালা ও ভবিষৎ করনীয় সম্পর্কে উল্লেখ থাকলে উপস্থাপনাটি আরো সমৃদ্ধ হতো।

২। দ্বিতীয় গ্রুপ হতে "যুব ঋণ সহজীকরণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃজন" বিষয়ক উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের কৌশল, অগ্রগতি এবং ফলাফল Power Point Presentation-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন নোয়াখালী সদর উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব নার্গিস আরা বেগম। এ গ্রুপের অন্যান্য সদস্য হাটহাজারী-চট্টগ্রাম, সদর-সিরাজগঞ্জ, সোনারগাঁও-নারায়নগঞ্জ এবং বন্দর-নারায়নগঞ্জের উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা। উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা বলেন, তার কার্যালয়ের সহকর্মীগণ নৈমিত্তিক কাজের বাইরে ইনোভেটিভ আইডিয়া বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে অনীহা দেখান। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের টেকনোলজি ব্যবহারের ভীতি এবং অনলাইন সুবিধা স্বল্পতার জন্য প্রথম পর্যায়ে ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যে অনলাইনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আবেদন পাওয়া যায়নি।

উপস্থাপনা শেষে মুক্ত আলোচনায় ডোমেইন স্পেশালিষ্ট জনাব মোঃ মিজানুর রহমান বলেন, ঋণ আদায় প্রক্রিয়ায় কোন ইনোভেশন চিন্তাযুক্ত এবং ঋণ গ্রহীতাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে উদ্যোগটি থেকে যুবগণ আরো বেশি সুবিধা পেতে পারতো। মুখ্য রিসোর্স পার্সন বলেন যে, ঋণ নেয়ার পর তা সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা এবং ঋণ ব্যবহার করে যুবগণ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পারছে কিনা তার Follow up এবং Monitoring জোরদার করতে হবে। সেই সংগে তিনি বলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের 'জয়িতা'র ন্যায় কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারলে যুবদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সঞ্চালক আলোচনায় অংশগ্রহন করে অবহিত করেন যে, অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে এ উদ্যোগটিকে জাতীয়ভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অনলাইনে যুব ঋণের প্রাথমিক আবেদন গ্রহণ ও তার ফলাফল জানানোর একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে যা নভেম্বর'১৫ মাসের শেষ নাগাদ সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হতে পারে। সহকারী পরিচালক ও ইনোভেশন সদস্য জনাব মোঃ শাহীনূর রহমান পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে পদ্ধতিটি সকলের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করেন।

৩। তৃতীয় গ্রুপ হতে "বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন বিষয়ক" উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের কৌশল, অগ্রগতি এবং ফলাফল Power Point Presentation মাধ্যমে উপস্থাপন করেন কুমারখালী-কুষ্টিয়া উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল হালিম। তিনি কুমারখালী উপজেলার লাহিড়ীপাড়া গ্রামের ১৮৮ জন বেকারকে কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণের মাধ্যমে গ্রামটিকে বেকারমুক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ গ্রুপের অন্যান্য সদস্য ছিলেন রূপসা-খুলনা এবং সদর-পাবনা উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা। উপস্থাপনা শেষে মুক্ত আলোচনায় মুখ্য রিসোর্স পার্সন জানান, এ উদ্যোগটি আমাদের বাস্তবায়িত নৈমিত্তিক কাজের বাইরে একটি আলাদা উদ্যোগ যা প্রশংসার দাবী রাখে। আলোচনার এক পর্যায়ে যেহেতু শুধুমাত্র যুবদের বেকারত্ব হতে মুক্ত করার লক্ষ্যে আলোচ্য উদ্যোগের অধীনেও পর্যাপ্ত কাজ চলছে সেহেতু বেকারমুক্ত গ্রাম" এর পরিবর্ত যুব বেকার মুক্ত অথবা বেকার যুব মুক্ত গ্রাম নামকরণ অধিকন্তু যুক্তিযুক্ত হবে বলে মতামত আসে। এ পর্যায়ে মুখ্য রিসোর্স পার্সন বলেন যে, যদি তাই হয় তাহলে বিষয়টি একটি খন্ডিত উদ্যোগে পরিনত হবে। যেহেতু আমরা আমাদের গতানুগতিক কাজের ধারার বাইরে এসেছি সেহেতু গ্রামের কর্মক্ষম সকল বেকারের কর্মব্যবস্থার/আত্ম-কর্মসংস্থান লাভের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। প্রকৃত অর্থেই বেকার মুক্ত গ্রাম সৃজন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী দপ্তর এর সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ইনোভেশন টিমের সদস্য উপ-পরিচালক জনাব মাসুদা আকন্দ প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্য হতে যারা ঐ ট্রেডে প্রকল্প গ্রহণ করে আত্মকর্মী হতে পারবে না তাদের বেকারত্ব কিভাবে দূর করা হবে জানতে চাইলে জনাব হালিম জানান, যারা ঐ ট্রেডে আত্মকর্মী হতে ব্যর্থ হবে তাদেরকে তাদের চাহিদামত ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যায়ক্রমে আত্মকর্মে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। অধিদপ্তরের ইনোভেশন অফিসার ও কর্মশালার সঞ্চালক বলেন, গত ০২.০৮.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে কুষ্টিয়া জেলার ইনোভেশন সার্কেলে, ভিডিও কনফারেন্সে মাননীয় মুখ্য-সচিব যুক্ত হয়েছিলেন এবং সেখানে উপস্থাপিত 'বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন' উদ্ভাবনী আইডিয়াটি উচ্চশিত প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর নির্দেশে এটি সারা দেশে সম্প্রসারণের জন্য কুষ্টিয়ার জেলার জেলা প্রশাসক, সচিব যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তৎপ্রেক্ষিতে আরও ৮টি নতুন উপজেলায় (সকল প্রশাসনিক বিভাগ অন্তর্ভূক্ত করে) আইডিয়াটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মাসিক আয় কত টাকা হলে একজন বেকার যুব-কে স্বকার বলা হবে এবং গ্রামের মোট বেকারের কত ভাগ বেকার আত্মকর্মসংস্থান/কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হলে ঐ গ্রামকে বেকার মুক্ত ঘোষণা করা হবে তার সংজ্ঞা নিরুপিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি এ বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, লক্ষ্যভূক্ত গ্রামের বেকার জনগোষ্ঠির ন্যুনতম ৮০ ভাগকে স্বকার করতে পারলেই গ্রামটিকে বেকারমুক্ত ঘোষনা করা যেতে পারে। তাছাড়া গ্রামে পরিচালিত সামগ্রিক কর্মসূচির ফলে লক্ষ্যভূক্ত মানুষের আয় ন্যুনতম ৪,৫০০/- টাকা হলে তাকে বেকার বলা যেতে পারে। কেননা অধিদপ্তরের বর্তমানে আত্মকর্মসংস্থান সৃজনে যে সংজ্ঞা ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে নতুনভাবে সৃজিত আত্মকর্মীদের ন্যুনতম আয় ৪,৫০০/- টাকা নির্ধারণ করা আছে। কাজেই এ ধারনা নিয়ে কাজ করা যেতে পারে।

৪। চতুর্থ গ্রুপ হতে "ম্যানুয়েল পদ্ধতির পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতে যুব প্রশিক্ষণের আবেদন গ্রহণ" বিষয়ক উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের কৌশল, অগ্রগতি এবং ফলাফল Power Point Presentation-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন ফকিরহাট-বাগেরহাট উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব আমজাদ হোসেন সরদার। এ গ্রুপের অন্যান্য সদস্য ছিলেন সদর-বরগুনা, সদর-গাইবান্ধা এবং বোরহান উদ্দিন-ভোলা উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা। উপস্থাপনা শেষে মুক্ত আলোচনায় ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতিতে আবেদন গ্রহণ করলে কি কি সুবিধা পাওয়া যায়, তার একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপনায় থাকলে এখানে কি ইনোভেশন হয়েছে তা বুঝা যেতো এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য 'টার্গেট গ্রুপ' এবং নির্ধারিত এলাকা নির্বাচন করা উচিৎ বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

৫। পঞ্চম গ্রুপ হতে "যুব সংগঠন তালিকাভূক্তিকরণ/নিবন্ধন সহজীকরণ এবং সংগঠনের সদস্যদের আত্মকর্ম সৃজন" বিষয়ক উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের কৌশল, অগ্রগতি এবং ফলাফল Power Point Presentation-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন মাগুরা সদর উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব প্রশান্ত কুমার দে। এ গ্রুপের অন্যান্য সদস্য ছিলেন সদর-যশোর, মণিরামপুর-যশোর, সদর-হবিগঞ্জ, আজমেরীগঞ্জ- হবিগঞ্জ এবং মহেষপুর-ঝিনাইদহ উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা। উপস্থাপনা শেষে মুক্ত আলোচনায় প্রচলিত পদ্ধতির সাথে কি কি বিষয় নতুন সংযোজন করা হয়েছে যার ফলে তালিকাভূক্ত করার পদ্ধতিটি সহজ হয়েছে তা উপস্থাপনা থেকে বুঝা যায়নি বলে এটুআই রিসোর্স যুগ্মসচিব জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে উপস্থাপক জানান, পূর্বে প্রস্তুতকৃত যুব সংগঠনকে ডাকযোগে/সরাসরি অফিসে আগমন করে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তালিকাভূক্ত করা হতো।

সেখানে প্রশিক্ষণ বা আত্মকর্ম সৃজন বিষয়টি সংযুক্ত ছিল না। ইনোভেশনের এ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে যুবদের উদ্বুদ্ধ করে যুব সংগঠন তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং তালিকাভূক্তির জন্য অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া করা হয়েছে। সংগঠনের সকল সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের উপস্থাপনা শেষে উপস্থাপিত বিষয়ের উপর মুক্ত আলোচনায় উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ, বাস্তবায়নের দূর্বল দিক এবং উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নের ফলে নাগরিক সেবা প্রদানে গুণগত মানের কি পরিবর্তন হয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়। কর্মশালায় ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণসহ সহযোগীতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বিস্তারিত পর্যালোচনায় নিম্নরূপে সিদ্ধান্ত/সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

নং	বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
১.	সমাপ্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ	ক. বেকারমুক্ত গ্রামসৃজন ছাড়া বাকী ৪টি উদ্যোগ উপস্থাপনকালে দেখা যায় যে, উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নকাল ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। যে কোন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহনকালে বিবেচনায় নিতে হবে যে, উদ্ভাবনের ফলে কি কি কাজ নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে এবং পূর্বের কি কাজ বাদ দেয়া হয়েছে ফলে সেবা গ্রহন অধিকতর সহজ হয়েছে।		
		খ. উপস্থাপিত ৪টি উদ্যোগ বিষয়ে সঞ্চালক তার মতামত দিতে গিয়ে বলেন যে, সমাপ্ত উদ্যোগগুলোর অন্যতম প্রধান দর্শন ছিল অনলাইনে ঋণ এবং প্রশিক্ষণ আবেদন গ্রহন ও প্রক্রিয়াকরণ। ইনোভেটরদের এ চিন্তাকে জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অনলাইনে ঋণের প্রাথমিক আবেদন গ্রহন ও প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় হতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং উদ্যোগটি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে, যা নভেম্বর'১৫ মাসের শেষের দিকে সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হতে পারে। তিনি আরও জানান যে, অনুরূপভাবে প্রশিক্ষণের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের কাজ জাতীয়ভাবে সম্প্রসারণের উদ্যোগও দ্রুত গৃহীত হতে যাচ্ছে, যা নভেম্বর'১৬ মাসে সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হতে পারে।	ক.পূর্বের এলাকার পরিবর্তে নতুন এলাকায় নতুন ভার্সনে (পূর্বের ত্রুটি সংশোধন, নতুন মাত্রা সংযোজন করে) এ কাজ সম্প্রসারণ করতে হবে। খ. উদ্যোগের ফলকে যথাযথভাবে পরিমাপের ব্যবস্থা রাখতে হবে পূর্বের সাথে তুলনা করে।	উদ্যোগ সমাপ্তকারী সকল(২জন) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
		গ. সঞ্চালক এ পর্যায়ে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যেহেতু অনলাইনে ঋণ ও প্রশিক্ষণের আবেদন গ্রহন ও প্রক্রিয়াকরণের কাজটি জাতীয়ভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় হতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেহেতু নতুন কোন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণে এ দুটি ধারণা বাদ দেয়া উচিত হবে। তবে প্রধান কার্যালয় হতে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগ ২টি চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্ব-স্ব ধারণা নিয়ে নতুন এলাকায় কাজ করতে হবে।		
২.	চলমান উদ্যোগ	ক.বেকারমুক্ত গ্রামসৃজন উদ্ভাবনী উদ্যোগটি এখনও চালু রয়েছে এবং ডিসেম্বর'১৫ মাসে কুমারখালীতে শেষ করা লক্ষ্য রয়েছে। বাকী ২টি উপজেলা রূপসা-খুলনা এবং সদর-পাবনায় এ কাজ শেষ হতে যথাক্রমে জুন'১৬ এবং ডিসেম্বর'১৬ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে বলে অনুমিত হয়।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থানীয় প্রশাসন, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের সম্মিলিত সহযোগীতায় উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী ০৮+৩= ১১জন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
		খ.প্রধান কার্যালয়ে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়ার নির্দেশে কুষ্টিয়া জেলায় অন্যান্য উপজেলায়ও উদ্যোগটি নতুন করে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে যা জুন'১৬ তে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।		
		গ. দেশের ৮টি নতুন উপজেলায় (১.সদর-লক্ষীপুর, ২.শ্রীমঙ্গল-মৌলভীবাজার, ৩.মেলান্দহ-জামালপুর, ৪.কাউনিয়া-রংপুর, ৫.পবা-রাজশাহী,৬.সদর-সাতক্ষীরা, ৭.দেবহাটা-সাতক্ষীরা এবং ৮.রাজাপুর-ঝালকাঠি) এ কর্মসূচি ১ডিসেম্বর ২০১৫ হতে শুরু করার বিষয়ে আলোচনা হয়। তবে এর মধ্যে দেবহাটা-সাতক্ষীরায় সেপ্টেম্বর'১৫ মাস হতে এ কাজ শুরু হয়েছে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে ব্রিফিং প্রদানসহ যারা এ ধরণের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছেন তাদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরী করা হয়েছে।	বেকারমুক্ত গ্রামসৃজনে নতুন ভাবে সম্পৃক্ত উপজেলার কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে এটুআই এর প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করার সুপারিশ গৃহীত হয়।	এটুআই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
		ঘ. বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজনের ধারণায় সঞ্চালক কর্তৃক প্রস্তাবিত অর্থাৎ ন্যূনপক্ষে ৮০% লক্ষ্যভূক্ত মানুষকে স্বকার করতে পারলেই গ্রামটিকে বেকারমুক্ত ঘোষনার বিষয়টি পর্যালোচনায় উহা গ্রহণের লক্ষ্যে মতামত ব্যক্ত হয়।		
		ঙ.স্বকারের সংজ্ঞা নিরূপনে সঞ্চালকের প্রস্তাব বিবেচনায় অর্থাৎ লক্ষ্যভূক্ত গ্রামের মানুষের (যাদেরকে স্বকার/আত্মকর্মী করা হবে তাদের) ন্যূনতম মাসিক আয় ৪,৫০০/- যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।		

নং	বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
		চ. বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজনের লক্ষ্যে নির্বাচিত গ্রামে অভিষ্ট গোষ্ঠি নির্ণয়ে ১৮-৩৫ বছর বয়সের পরিবর্তে ১৮ হতে কর্মক্ষম বয়সের অর্থাৎ ৬০ বৎসর বয়স সীমার মানুষকে লক্ষ্য হিসাবে নির্বাচনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এরূপ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের সকল দপ্তরের সহায়তা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে বলে আলোচিত হয়।	বেকারমুক্ত গ্রামসৃজনে ২ 'ঘ' হতে 'চ' উপানুচ্ছেদে বর্ণিত ধারনা ৩টি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উদ্যোক্তা বাস্তবায়নকারী ০৮+৩= ১১জন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
			১.সদর-নওগা, সদর-সুনামগঞ্জ উপজেলার কর্মকর্তাগণ ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যে সকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছিলেন এখনও তারা সে উদ্যাগ বাস্তবায়ন করবেন (বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজনের পরিবর্তে)।		স্ব-স্ব উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
			২.তবে কাউনিয়া উপজেলার কর্মকর্তা পূর্বে প্রশিক্ষণের পর যে উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছিলেন তার পরিবর্তে বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করবেন।		
			৩.দেবহাটা উপজেলায় বদলীকৃত কর্মকর্তা জনাব ইসমত আরা যোগদান না করা পর্যন্ত সাতক্ষীরা সদর উপজেলার কর্মকর্তা দেবহাটার গৃহীত উদ্যোগ বাস্তাবায়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবেন।		উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা (সাতক্ষীরা সদর)
৩.	চ্যালেঞ্জ সমূহ	ক. কোন কোন কর্মকর্তা তার উপস্থাপনাকালে অবহিত করেন যে, ইনোভেশন বিষয়ে তিনি নিজে উদ্বুদ্ধ হলেও তার টিমের বাকী সদস্যগণ রুটিন কাজের বাইরে যেতে আগ্রহী হন না। জেলা সমন্বয় সভায় ইনোভেশন বিষয়ে একটি এজেন্ডা রাখলে এ কাজে সুফল পাওয়া যেতে পারে। এজন্য প্রধান কার্যালয় হতে একটি নির্দেশনা জারী করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।	ক. প্রধান কার্যালয় হতে এ বিষয়ে একটি আদেশ জারী করার ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়।	ইনোভেশন টিম।
		খ. কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এ সকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাজ হতে সহযোগীতা পাওয়া যায় না।	খ.যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ালে সহযোগীতা পাওয়া সম্ভব, যেভাবে অন্যরা পেরেছেন। কাজেই সকল স্তরেই যোগাযোগ দক্ষতা বাড়াতে হবে।	স্ব-স্ব উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা।
		গ. প্রশিক্ষত যুবদের উৎপাদিত পন্য বিপনন একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা বলে বিস্তারিত আলোচিত হয়। আলোচনায় উৎপাদিত পন্যাদি বিপননের লক্ষ্যে স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ স্থাপন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত হয়।	গ.এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	ঐ
৪.	ডকুমেন্টেশন	এসব উদ্ভাবনী উদ্যোগকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে যথাযথ ডকুমেন্টেশনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	যে সকল কর্মকর্তা তাদের উদ্যোগ ত্রৈমাসিক যুব বার্তার মাধ্যমে প্রচার করতে চান তাদেরকে অধিদপ্তরে প্রকাশনা উপশাখায় তথ্য ও ছবি পাঠাতে পরামর্শ দেয়া হয়।	স্ব-স্ব উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তা।
৫.	এস,আই, এফ,ফান্ড	অনলাইনে প্রশিক্ষণ আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়ার কাজটি পরীক্ষামুলকভাবে ৬/৭টি জেলা এবং জেলাধীন সকল ইউনিটে শুরু করার লক্ষ্যে তহবিল প্রাপ্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	নির্ধারিত ফরমে এস,আই,এফ এর জন্য আবেদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।	ইনোভেশন টিম।

কর্মশালার শেষভাগে মুখ্য রিসোর্স পার্সন মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বলেন যে, উদ্ভাবনকে পূর্বে সরকারী চাকুরীতে উৎসাহিত করা হতোনা কিন্তু বর্তমান সরকার এ বিষয়টির উপর অধিক গুরত্ব দিয়ে কাজ করছে এবং সর্বত্র উদ্ভাবন সহায়ক পরিবেশ তৈরী করেছে। তিনি বলেন ইনোভেশন হলো Time, cost & Visit (TCV) কমিয়ে অভিষ্ঠ গোষ্ঠিকে সেবা প্রদানকে সহজতর করা। ঋণ বিতরণ ও আদায়, প্রশিক্ষণ এবং যুব সংগঠন তালিকাভূক্তি বিষয়ে এ চিন্তাকে মাথায় রেখে যে সকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, সকলেরই উদ্ভাবনের ক্ষমতা রয়েছে, শুধুমাত্র আন্তরিকতা, মনোনিবেশ ও আগ্রহ নিয়ে কাজ করতে হবে, তবেই নতুন নতুন ধারনার জন্ম নেবে। তিনি বলেন, প্রশিক্ষিত ইনোভেটরের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে অনলাইনে ঋণের প্রথমিক আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ, অনলাইনে সিসটেম জেনারেটেড ঋণের প্রতিবেদন প্রস্তুত, মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণের কিস্তি আদায় বিষয়ক বিভিন্ন ইনোভেটিভ কার্যক্রম বাস্তবায়ন পাইলটিং পর্যায়ে রয়েছে। তিনি গৃহীত উদ্ভাবনী কার্যক্রমের যথাযথ ডকুমেন্টেশন বা আর্কাইভ প্রস্তুতির পরামর্শ দেন। মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করে এবং অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন করে এ কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে হবে। গৃহীত সমাপ্ত পাইলট প্রকল্পকে অন্যত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে প্রত্যেককে নতুন নতুন আইডিয়া উদ্ভাবন করে তা পরীক্ষামুলকভাবে বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে। তিনি বলেন যুবদের জন্য প্রদেয় সেবাগুলোকে আরও সহজলভ্য করতে হবে।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দারিদ্রসীমা ১৫% এর নিচে নামিয়ে আনা এবং ২০২১ সনের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত করাই হবে আমাদের প্রতিশ্রুতি। নিষ্ঠার সাথে নিজেকে সবাই এ কাজে সম্পৃক্ত করবেন এই প্রত্যাশা রেখে তিনি কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আনোয়ারুল করিম)
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৯৫৫৯৩৮৯
email: dgdydhq@gmail.com

স্মারক নং- ৩৪.০১.০০০০.০২৮.১৬.০৪৯.১৫ - ৪৬৯ তারিখঃ ২৯/১০/২০১৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে বিবরণ ঃ
০১। প্রকল্প পরিচালক, একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
০২। পরিচালক, --(সকল), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৩। জনাব --
০৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫। অফিস কপি/গার্ড নথি।

(মোঃ শাহীনুর রহমান)
সহকারী পরিচালক (দাঃবিঃ ও ঋণ)
এবং সদস্য ইনোভেশন টিম
ফোনঃ ৯৫৬৭৭২১

পরিশিষ্ট - ক (অংশগ্রহণকারীদের তালিকা)

নং	নাম ও পদবী	কর্মস্থল	নং	নাম ও পদবী	কর্মস্থল
১	জাকির আহমেদ লস্কর, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদর, গাইবান্ধা	১৭	মুঃ আল আমীন বাবলাই, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	রাজাপুর, ঝালকাঠি
২	মাহমুদ আকতার, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদর, নওগাঁ	১৮	সাকিলা খাতুন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
৩	মোঃ কামরুজ্জামান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	গোলাপগঞ্জ, সিলেট	১৯	মোঃ এমাদুল হক খান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	দিঘলিয়া, খুলনা
৪	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	মহেশপুর, ঝিনাইদহ	২০	তপন কুমার সূত্রধর, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদর, পাবনা
৫	মোঃ নাজিম উদ্দীন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদর, যশোর	২১	মোঃ আব্দুল হালিম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	কুমারখালী, কুষ্টিয়া
৬	মোঃ মনজুর আলম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	২২	আমজাদ হোসেন সরদার, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	ফকিরহাট, বাগেরহাট
৭	মোঃআবদুর রহিম মিয়া, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	কাউনিয়া, রংপুর	২৩	প্রিন্স বহউদ্দিন তালুকদার, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	খালিশপুর ইউনিট, খুলনা
৮	প্রশান্ত কুমার দে, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদর, মাগুড়া	২৪	শামসুন্নাহার, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	শিবালয় মানিকগঞ্জ
৯	মোহাম্মদ শাহজাহান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ	২৫	মোঃ আবুবকর মোল্লা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	রূপসা, খুলনা
১০	মোঃ পারভেজ মোল্লা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	মনিরামপুর, যশোর	২৬	ফেরদৌসী বেগম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	বন্দর, না-গঞ্জ
১১	মোঃ ইকবাল নাছির, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদর, হবিগঞ্জ	২৭	বিভাষ কুমার দাস, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদর, বরগুনা
১২	নার্গিস আরা বেগম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদর, নোয়াখালী	২৮	মোঃ মিজানুর রহমান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	বোরহানউদ্দিন, ভোলা
১৩	নিজাম উদ্দিন সোহেল, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদর, লক্ষীপুর	২৯	মোছাঃ নাসরিন জাহান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	চিরিরবন্দর, দিনাজপুর
১৪	মোঃ হাইকুল ইসলাম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	মেলান্দহ, জামালপুর	৩০	মোহাম্মদ শেয়ার আহমেদ, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ
১৫	মোঃ কামরুজ্জামান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদর, ঠাকুরগাঁও	৩১	এন.এম. ইকফিল হাবিব তালুকদার, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সোনারগাঁ, না-গঞ্জ
১৬	সঞ্জীব কুমার দাশ, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদর, সাতক্ষীরা			